যায়যায়দিন

তারিখ ... 05 NOV 2007 ...
পৃঃ ২ কলাম ১ ...

আবারো স্থগিত হলো একমুখী শিক্ষা

আশরাফুল হক রাজীব

তৃতীয়বারের মতো স্থগিত করা হলো একমুখী শিক্ষা। প্রয়োজনীয় শিক্ষক, বিজ্ঞানাগার এবং অন্যান্য উপকরণের অভাবে বিতর্কিত এ শিক্ষা পদ্ধতি ২০০৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। গতকাল উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

শিক্ষার্থী এবং শিক্ষাবিদদের আন্দোলনের মুখে তৎকালীন সরকার ২০০৫ সালের ৬ ডিসেম্বর একমুখী শিক্ষা পদ্ধতি স্থগিত করে। প্রথম দফায় ২০০৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিত করা হয়। কিন্তু ২০০৬ সালের মে মাসে একমুখী শিক্ষা ২০০৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিত করা হয়। এবার তা তৃতীয় দফায় ২০০৮ সাল পর্যন্ত স্থগিত করা হলো। সিলেট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের নেতৃত্বে ২০০৫ সালে একমুখী শিক্ষা প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা হয়।

বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার ২০০৬ সালের শিক্ষাবর্ষ থেকে মাধ্যমিক স্তরে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর ঘোষণা দেয়। এ জন্য তৎকালীন সরকার ৫১০ পৃঃ ১১ ক ৫

আবারো স্থগিত হলো একমুখী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করে। এর মধ্যে ১৫০ কোটি টাকা সরাসরি একমুখী শিক্ষার সঙ্গে জড়িত। এ ব্যয়ের মধ্যে কর্মকর্তাদের ট্রেইনিং বাবদ একটা উল্লেখযোগ্য অংশ রয়েছে। ৩৪৮ কর্মকর্তা ও শিক্ষক একমুখী শিক্ষার জন্য বিদেশে ট্রেইনিং নিয়েছিলেন। কর্মকর্তাদের মধ্যে অনেকেই বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত নন বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল গতকাল যায়যায়দিনকে বলেছেন, একমুখী শিক্ষা চিরতরে বাতিল করা উচিত। স্থায়ীভাবে বাতিল করা হলে এ দেশের শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা স্বস্তি পাবেন। একমুখী বাদ দিয়েও শিক্ষা নিয়ে সরকারের অনেক কাজ করার জায়গা আছে। সেসব বিষয়ে মনোযোগী হওয়া দরকার।

জানা গেছে, ২০১২ সালের আগে সরকার একমুখী শিক্ষা বাস্তবায়ন করবে না। এ সময়ের মধ্যে বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থাকে একমুখী শিক্ষায় রূপান্তরের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে, প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে এবং উন্নত বিজ্ঞানাগার ও বিজ্ঞানাগারের উপকরণ সংগ্রহ করা হবে।

২০০৩ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য বর্তমানে প্রচলিত বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের পাঠ্যক্রম তুলে দিয়ে সব বিভাগের জন্য নবম শ্রেণী থেকে একমুখী পাঠ্যক্রম চালুর পরিকল্পনা করে। একমুখী শিক্ষা পদ্ধতি চালু করার জন্য সাবেক সরকার শিক্ষকদের ট্রেইনিং দেয়াসহ নানামুখী পদক্ষেপ নিলেও তা পর্যাপ্ত ছিল না।

গত মাসে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) ২০০৮ সাল থেকে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হচ্ছে কি না তা সরকারের কাছে জানতে চায়। এর কারণ হিসেবে তারা সরকারকে জানিয়েছে, ২০০৮ সালে একমুখী শিক্ষা চালু হলে প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর কাজ শুরু করতে হবে। বিষয়টি এখনই সুরাহা না হলে এনসিটিবি পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর কাজ শুরু করতে পারছে না। মূলত এনসিটিবির চিঠি পেয়েই শিক্ষা মন্ত্রণালয় আরো এক বছরের জন্য একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা স্থগিত করার প্রস্তাব পাঠাচ্ছে উপদেষ্টা পরিষদে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০১২ সালের আগে একমুখী শিক্ষা চালু করা যাবে না। একমুখী শিক্ষা চালু করতে হলে দেশের সব স্কুলেই বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষক প্রয়োজন। অথচ বর্তমানে দেশের ৭ হাজার ৪৭টি স্কুলে বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষক নেই। বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক নেই ১ হাজার ৫১২টি স্কুলে। মানবিক বিভাগের শিক্ষক নেই ২২৮টি স্কুলে। উল্লেখ্য, সারা দেশে ১৪ হাজার ৫৫২টি মাধ্যমিক স্কুল রয়েছে।

সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় ২০০২ সালে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার পরিকল্পনা শুরু হয়। একই সঙ্গে শুরু করা হয় কারিকুলাম তৈরির কাজ। একমুখী শিক্ষা চালুর বিষয়টি নিয়ে দেশের শিক্ষাবিদদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো দ্বিমত না থাকলেও সরকার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি না নিয়েই ২০০৬ সাল থেকে একমুখী শিক্ষা পদ্ধতি চালুর ঘোষণা দেয়।

গতকাল উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে অর্থ ঋণ আদালত কর্তৃক যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ করার সংশোধনী প্রস্তাবটি অনুমোদন করা হয়। এছাড়া বৈঠকে চলতি বছরের হজ ব্যবস্থাপনা নিয়ে একটি উপস্থাপনা দেয় ধর্ম মন্ত্রণালয়।

আদালতের স্থগিতাদেশের কারণে রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা বিহীন শিক্ষকদের যোগ্যতা নিরূপণ পরীক্ষা গ্রহণ সম্ভব না হওয়ায় এবং আদালতে রিট থাকায় বিষয়টি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান নিয়মে ওই শিক্ষকদের বেতনের সরকারি অংশ প্রদান আগামী তিন মাস পর্যন্ত অব্যাহত রাখার প্রস্তাব গতকালের বৈঠকে অনুমোদন করা হয়।

এ বছর সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৫ হাজার ৫৮১ জন হজব্রত পালন করতে পারবেন বলে বৈঠকে জানানো হয়। হাজীদের জন্য ইতিমধ্যে মক্কায় ৭৫টি এবং মদিনায় ১৬টি বাড়ি ভাড়া নেয়া হয়েছে। এছাড়া বেসরকারিভাবে ২৩২টি এজেন্সির মাধ্যমে ৪১ হাজার ৩৬৫ জন হজব্রত পালন করতে পারবেন। ১২ নভেম্বর থেকে হজ ফ্লাইট শুরু হবে।